ভাববাদী শিক্ষাদর্শন

[Idealiatic Phylosophy of Education]

দর্শনের ধারনা শিক্ষার ধারনাকে নানাভাবে বিভিন্ন যুগে প্রভাবিত করেছে। দার্শনিক মতবাদগুলির মধ্যে ভাববাদী দর্শনই হল সবচেয়ে প্রাচীন দর্শন। ইংরেজী শব্দ ''Idea'' থেকে ''Idealism'' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। এই মতবাদীরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর যেমন চিরন্তন সত্য তেমনি জীবনের মূল্যবোধগুলিও চিরন্তন সত্য। এই মত অনুযায়ী জড় জগত ছাড়া আর একটি জগত আছে সেটি ভাবজগত বা আধ্যাত্মিক জগত। মানুষের মন হল এই সার্বজনীন মনের অংশমাত্র।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রাস্ক বলেছেন, ''Education is expected to enlarge the boundaries of the spiritual realm.'' অর্থাৎ শিক্ষার দ্বারা আধ্যাত্মিক সত্তার সম্প্রসারন হয় বলে মনে করা হয়। ভাববাদী দার্শনিকগন ও তাত্ত্বিক দিকের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে তাই নয় শিক্ষার সমস্ত দিককেই নিজেদের চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করছেন।

ভাববাদের মূল সূত্র ও নীতি ঃ

ভাববাদের প্রধান প্রধান নীতিগুলি হল ঃ

i) মানসিক অভিজ্ঞতার এই আধ্যাত্মিক জগৎ প্রকৃত সত্য এবং অবিনশ্বর। মনোময় জগৎটির অধীশ্বর হলেন ব্রহ্ম ঈশ্বর বা পরমাত্মা।

ii) মন, আত্মা এবং জ্ঞান পরমাত্মারই অংশ। এজন্য মানুষের জীবন একান্ত মূল্যবান ও মহিময়। সক্রেটিসের মতে, মানুষই সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। মানুষই কেবল নীতিবোধ এবং ধর্মীয়বোধ সম্পন্ন।

iii) আদর্শসৃষ্টি করা যায় না। আদর্শ পূর্ব থেকেই বিদ্যমান। মানুষ তার পুনরাবৃত্তি করে মাত্র।

iv) মানুষ তার নৈতিক, আধ্যাত্মিক সম্পর্কের দ্বারা তার প্রাকৃতিক পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

v) দৃশ্যমান জগত ছাড়া আর একটি জগত আছে যা হল আধ্যাত্মিক জগৎ। এই জগৎ জড়জগৎ অপেক্ষা অধিকতর সত্য বা বাস্তব। কোনো কোনো ভাববাদীর মতে এই দৃশ্যমান জগৎ আমাদের ভ্রম থেকে উৎপন্ন। এটি অস্থায়ী, পরিবর্তনশীল ও মিথ্যা। ভারতীয় দর্শন বলে — আত্মাই সব, জড়বস্তু কিছু নয়।

vi) নৈতিক ও কৃষ্টিগত বিষয় লাভই হল সর্বাপেক্ষা শ্রেয়।

শিক্ষার উপর ভাববাদী দর্শনের প্রভাব / বৈশিষ্ট্য ঃ

ভাববাদী দর্শন শিক্ষার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় দিকে প্রভাব বিস্তার করেছে। শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রভাব গুলি হল ঃ

A. <u>ভাববাদ ও শিক্ষার লক্ষ্য ঃ-</u>

ভাববাদী শিক্ষাদর্শন মনে করেন যে শিক্ষার লক্ষ্যগুলি হল ঃ

i) ভাববাদীদের মতে সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জন হল শিক্ষার লক্ষ্য। মনুষ্য জীবন হল ঈশ্বরের মহৎ সৃষ্টি। তাই মহৎ সৃষ্টিকে মহৎ কাজে নিবদ্ধ করতে হবে, তার জন্য শিক্ষা প্রয়োজন।

ii) শিক্ষা হল একটি চিরন্তন প্রক্রিয়া যার লক্ষ্য হল ব্যক্তির মধ্যে অবস্থিত প্রভৃত সম্ভাবনা গুলিকে চিহ্নিত করে প্রত্যেকটি সম্ভাবনাকে পূর্নতম রূপ দেওয়া।

iii) আত্মোপলব্ধি সকলের জন্য প্রয়োজন, তাই শিক্ষা হবে সার্বজনীন।

iv) ভাববাদীগন মনে করেন মানুষ দুটি সত্তার অধিকারী-মৌলিক সত্তাও আধ্যাত্মিক সত্তা। শিক্ষার কাজ হবে মৌলিক সত্তাকে আধ্যাত্মিক সত্তায় রূপ দেওয়া।

v) ভাববাদ নির্দিষ্ট সামাজিক পরিবেশে ব্যক্তির সামগ্রিক সত্তাকে বিকাশের গুরুত্ব আরোপ করে। এইভাবে সামাজিক গুরুত্বের কথা ভাববাদে উল্লেখিত হয়েছে।

vi) আত্মোপলব্ধি হল মানুষের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। তাই আত্মোপলব্ধিতে সাহায্য করে, তাকে প্রকাশ করা হল শিক্ষার লক্ষ্য।

vii) মানুষ কৃষ্টি ও সংস্কৃতির স্রষ্টা। যুগ যুগ ব্যাপী ধর্ম নীতি, বিজ্ঞান, গণিত ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি মানুষের সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এই ঐতিহ্য জানা শিক্ষার লক্ষ্য।

B. <u>ভাববাদ ও পাঠক্রম ঃ-</u>

ভাববাদীদের মতে লক্ষ্য হল - পাঠক্রমের ভিত্তি। তাই ভাববাদী শিক্ষার লক্ষ্য অনুযায়ী পাঠক্রম নির্দেশিত হয়েছে। ভাববাদে মনুষ্যত্ব অর্জনকেই চুড়ান্তলক্ষ্য বলে গণ্য হয়েছে। মনুষ্যত্বের বিকাশ, রূপ, রস, গন্ধের পূজা, আত্মোপলব্ধি হল ভাববাদী শিক্ষা লক্ষ্য আবার ধর্ম, নীতি, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি মানুষের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং এগুলির অনুশীলন পাঠক্রমে স্থান পেয়েছে। ভাববাদীদের মতে ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশের জন্য পাঠক্রমের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

i) বলিষ্ঠ দেহে বলিষ্ঠ মন গড়ে তোলার জন্য শরীর বিজ্ঞান, ব্যায়াম, শরীর চর্চা ইত্যাদি পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ii) বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি থাকবে।

iii) নান্দনিক বোধ বা কৃষ্টির বিকাশের জন্য চারুচলা, সঙ্গীত, অঙ্কন প্রভৃতি বিষয়, অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

iv) নৈতিক ও ধর্মীয় বিকাশের জন্য পাঠক্রমে থাকবে ধর্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র।

C. ভাববাদ ও শিক্ষন পদ্ধতি ঃ-

শিশুর মধ্যে যে সুপ্ত পরম সত্তা বিরাজমান শিক্ষার মাধ্যমে তা বিকশিত করাই হল ভাববাদী শিক্ষার প্রধান কাজ। শিক্ষক শিশুর মধ্যে নতুন কিছু তৈরি করতে পারে না। জন্ম থেকেই তার মধ্যে যে সামর্থ নিহিত আছে তার পরিপূর্ণ বিকাশসাধনই ভাববাদী শিক্ষার লক্ষ্য। প্রাচীন ভাববাদী শিক্ষকদের শিখনের পদ্ধতি ছিল প্রশ্ন-আলোচনা-বক্তৃতা এবং অনুকরন। প্রাচীন আশ্রমগুলিতে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিস্তৃত আলোচনা ও উদাহরন সহযোগে এবং বক্তৃতার সাহায্যে শিক্ষার্থীর চিন্তার উন্মেষ সাধন করা হত। শ্রবন, মনন, নিদিধ্যাসন ছিল গুরুকুলের শিক্ষার অন্যতম পদ্ধতি।

কিন্তু আধুনিক প্রগতিশীল ভাববাদী শিক্ষকগন শিশুর আত্মসক্রিয়তার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। পেস্তালৎসি চেয়েছিলেন শিক্ষাপদ্ধতিকে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিক করতে। তাই তিনি খেলাভিত্তিক পদ্ধতির সমর্থন করেছেন। ফ্রয়বেলের কিন্তারগার্টেনে শিশুদের খেলার মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।

D. ভাববাদী শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষক ঃ-

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষককে গুরু বলে মনে করা হত। তিনি তারা ব্যক্তিত্বের দ্বারা শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করতেন। তাদের মতে সেই ব্যক্তি শিক্ষক হওয়ার যোগ্য, যার সম্পূর্ণ আত্মোপলব্ধি হয়েছে। তারা মনে করেন শিক্ষকের কাজ শিক্ষার্থীদের উপর জ্ঞানের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া নয়। তিনি নিজের আচার আচরনের দ্বারা শিশুদের ব্যক্তিত্ব গঠনের সচেষ্ট হবেন। ভাববাদে শিক্ষকের ভূমিকা কী হবে সেই ব্যাপারে ফ্রয়বেলের কিন্তারগার্টেনে বলা হয়েছে শিক্ষক হবেন বাগানের মালি। তিনি শিশুর আত্মবিকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন এবং শিশুর চাহিদা মত সাহায্য করবেন। ভাববাদী দার্শনিকগন ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার কথা বলেন। সে সম্পর্ক গড়ে উঠবে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভালোবাসা ও সহানুভূতির মধ্যে দিয়ে।

E. ভাববাদ ও শৃঙ্খলা ঃ-

ভাববাদী দার্শনিকগন কঠোর শৃঙ্খলার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু এই কঠোর ও চাপিয়ে দেওয়া শৃঙ্খলা শিক্ষার লক্ষ্য নয়। এটা লক্ষ্যে পৌঁছাবার উপায় মাত্র। তাই এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন শিক্ষকের সাহায্য ও পরামর্শ। শিক্ষকের সংযম ও আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা শিক্ষার্থীর শৃঙ্খলাকে উদ্দীপিত করে।

ভাববাদী শিক্ষাবিদগন কঠোর শৃঙ্খলার পক্ষপাতী হলেও শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা হরণের কথা বলেন নি। বরং তারা বলেছেন শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা ও আত্মপ্রকাশের সুযোগ না দিলে অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার পূর্ণতা ঘটবে না। তাই তাদের ক্ষমতার বিকাশ ঘটবে। ভবিষ্যত জীবনের দায়িত্ববান ও সৃজনশীল নাগরিক হিসাবে পরিচিত হবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ভাববাদের অবদান ঃ

বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বগুলির মধ্যে ভাববাদের অবদান সবচেয়ে ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। শিক্ষার লক্ষ্য, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে ভাববাদীদের প্রভাবের প্রধান প্রধান দিকগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

প্রথমত, ব্যক্তিসত্তার পূর্নতম বিকাশই হল শিক্ষার লক্ষ্য। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত, অবিকশিত পরম সত্তা শিক্ষার মাধ্যমেই পরিপূর্ণতায় পৌছায়।

দ্বিতীয়ত, সমস্ত শিক্ষা সক্রিয়তার মাধ্যমে সংগঠিত হবে। শিশুর অন্তর্নিহিত পরম সত্তা শিশুর আত্মসক্রিয়তার মধ্য দিয়ে আত্ম প্রকাশ করবে। তাই সক্রিয়তামূলক বিষয়বস্তু পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

তৃতীয়ত, শিক্ষার পাঠক্রম, পাঠ্যসূচী, পদ্ধতি এমনভাবে পরিকল্পিত হবে যাতে শিশুর ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটতে পারে। আধুনিক ভাববাদীরা শারীরিক, সামাজিক, প্রক্ষোভমূলক প্রভৃতি শিশুর ব্যক্তিসত্তার সমস্ত দিকগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে।

চতুর্থত, ভাবাদীদের মতে সবকিছুর পিছনে আছে শাশ্বত ও সুসম্পন্ন একটি পরম সত্তা। অতএব শিক্ষার মুখ্য কাজ হল শিক্ষার্থীকে একটি সুসম্পন্ন লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন করা।

পঞ্চমত, আত্মসক্রিয়তার ধারনা থেকে এসেছে স্বাধীনতার ধারনাটি যেহেতু অন্তর্নিহিত পরম সত্তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ লাভ করে সেহেতু শিশুকে সর্বাধিক কর্মপ্রচেষ্টার স্বাধীনতা দিতে হবে।

ষষ্ঠত, যেসব মূল্যবোধ আমাদের জীবনধারাকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করে থাকে সেই সবগুলি এই পরম সত্তা থাকে নিঃসৃত। সততা, দয়া, সৌন্দর্য, দেশপ্রেম প্রভৃতি মূল্যবোধগুলি সেই কারনে অপরিবর্তনীয় এবং শিক্ষার কাজ হল এই মূল্যবোধগুলি শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চালিত করা।

<u>ভাববাদী দর্শনের সমালোচনা / ত্রুটি ঃ-</u>

ভাববাদী শিক্ষাদর্শনের নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি দেখা যায় ঃ-

i) এই দর্শন তাত্ত্বিকজ্ঞানের উপর বেশী গুরুত্ব দেয়। এর ফলে কোন কিছু জানা ও করার মধ্যে এবং কোন তত্ত্ব ও তার প্রয়োগের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

ii) ভাববাদীরা বিশ্বাস করেন যে আদর্শ ও নৈতিকতা শাশ্বত এবং স্থির। এই মতবাদ প্রকৃত সম্ভাব্যতা প্রকৃত সমাপ্ত এবং প্রকৃত নৈতিক জীবনকে অবহেলা করে।

iii) জাগতিক ও প্রাকৃতিক অবস্থা গুলিকে অবজ্ঞা করার ফলে এই মতবাদ আত্মোপব্ধির চরম লক্ষ্যে এবং ব্যক্তিত্বের সার্বিক বিকাশ সাধনে মানুষকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে পারে না।

iv) এই মতবাদে বিকাশশীল, কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমকে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

v) এই মতবাদ অনুযায়ী জ্ঞান নৈতিকতা এবং ধর্মের সঞ্চালন অনেকাংশে তাত্ত্বিক এবং পুঁথিগত। এরফলে মানুষ জীবনে আধুনিক অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে না।

<u>মন্তব্য ঃ</u>

ভাববাদী শিক্ষা কেবল তাত্ত্বিক দিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন তা নয় তার প্রয়োগের দিকটিকেও উপেক্ষা করেনি। প্রগতিশীল ভাববাদীরা শিক্ষার পদ্ধতি, পাঠক্রম, শৃঙ্খলা প্রভৃতি বিষয়গুলিকে তাদের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে, আদর্শবাদকেও শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারলে শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হবে ও সমাজ সুগঠিত হবে।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে মানুষের গতি কেবল পরিবর্তন প্রবন অস্থির হতে পারে না। তাহলে মানুষ পাওয়া না পাওয়ার দোলায় ছত্রছাড়া অস্থির হয়ে বিকৃত হয়ে যাবে। মানুষকে সেই শাশ্বত, সেইসব কিছুর মর্মমূল নিত্যকে হৃদয়ে জাগরূক রাখতে হবে তবেই মানুষ শান্তি পাবে।

প্রকৃতিবাদী শিক্ষাদর্শন
[Naturalism in Education]

আধুনিক শিক্ষাভাবনা গড়ে উঠেছে নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে। বিভিন্ন দেশে, কালে নতুন নতুন দর্শনশাখা প্রভাবিত করেছে শিক্ষার বিভিন্ন দিককে। ভাববাদী আদর্শ ও সংস্কৃতিকে সামনে রেখে পুর্ন মনুষ্যত্ব বিকাশের পথকে শিক্ষাজগতে উদ্বুদ্ধ করেছে। ব্যক্তিমানুষের মনুষ্যত্ব একটি বৈষম্যমূলক বৈশিষ্ট্য হয়ত ততটা স্থান পায়নি। তারই প্রতিবাদ স্বরূপ বস্তুবাদ বস্তুর নৈর্ব্যক্তিক অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। শিক্ষার তাত্ত্বিক এবং তার ব্যবহারিক দিকেও প্রকৃতিবাদের প্রভাব রয়েছে। প্রকৃতিবাদীরা মনে করেন কেবলমাত্র প্রকৃতির সংস্পর্শেই শিক্ষা সম্ভব। প্রকৃতিবাদ 'real self' এর সঙ্গে যুক্ত।

প্রকৃতিবাদ দর্শনের মতে প্রকৃতি হল প্রকৃতপক্ষে বাস্তব আর সব মিথ্যা। প্রকৃতবাদী দার্শনিকরা সবকিছুকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করেছেন। Rusk প্রকৃতিবাদকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন - প্রকৃতিবাদ হল সেই দার্শনিক মতবাদ যা দর্শনকে বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে। অনেকক্ষেত্রে প্রকৃতিবাদ ও ভাববাদ পরস্পর বিরোধী ধারনা পোষন করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে একটা সমতা লক্ষ্য করা যায়।

<u>প্রকৃতিবাদের সূত্র বা নীতি ঃ</u>

প্রকৃতিবাদের প্রধান প্রধান সূত্র বা নীতিগুলি হল -

প্রথমত, প্রকৃতিবাদীরা জগতের সবকিছুকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করেছেন। বিশ্বের সবকিছুকে তারা জড়বস্তু, শক্তি ও গতি দ্বারা বিচার করেন।

দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতিক কোনো ঘটনা আকস্মিকভাবে ঘটে না। বিশ্বপ্রকৃতি কঠোর শৃঙ্খলা মেনে চলে।

তৃতীয়ত, দৃশ্যমান জগতই সত্য বাকি সব মিথ্যা। মন বা আত্মার কোনো অস্তিত্ব নেই। প্রকৃতিবাদীরা আধ্যাত্মিকতার চরম বিরোধী। সত্য, শিব, সুন্দরে তারা বিশ্বাস করে না।

চতুর্থত, প্রকৃতিবাদীরা সমাজকে কৃত্রিমতা পূর্ণ বলে মনে করে। প্রকৃতির কোলে মানুষ সুন্দরতম ও সৎ। সমাজ তাকে কলুষিত করে।

পঞ্চমত, প্রকৃতিবাদীদের মতে মানসিক সুখ থেকে দৈহিক সুখই অধিকতর কাম্য। তাদের মতে যে কাজ সুখদায়ক সে কাজ ভালো, সে কাজ সুখদায়ক নয় সে কাজ মন্দ।

ষষ্ঠত, প্রকৃতিবাদীদের সিদ্ধান্ত হল সমাজের সব কিছুই কৃত্রিম। তাই তাদের নির্দেশ প্রকৃতির মধ্যে ফিরে যাও। ঈশ্বর সবকিছুকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন, মানুষ সেগুলিকে খারাপ করেছে।

প্রকৃতিবাদের অন্যতম সমর্থক হলেন ডারউইন, জন লক, হারবার্ট, রুশো প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথও প্রকৃতিবাদকে সমর্থন করেছিলেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রকৃতিবাদের প্রভাব / প্রকৃতিবাদের বৈশিষ্ট্য ঃ

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রকৃতিবাদের প্রভাব বা বৈশিষ্ট্য গুলি হল ঃ

A প্রকৃতবাদ ও শিক্ষার লক্ষ্য ঃ

পরিষ্কার ভাবে প্রকৃতবাদ শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে কোনো নির্দেশ না দিলেও শিক্ষাক্ষেত্রে তার কতগুলি দিক বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন —

i) আত্মসংরক্ষণ ঃ জীবনের মূল নীতি হল আত্মসংরক্ষন। জীবন সংগ্রামে যে জয়ী হয় সেই শুধু বেঁচে থাকে। সুতরাং অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শিশুকে জীবনসংগ্রামে উপযুক্ত করে গড়ে তোলাই হবে শিক্ষার লক্ষ্য।

ii) আত্মবিশ্বাস ঃ ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশই হবে শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। **Nunn** এর ভাষায় শিশু নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী সর্বাঙ্গীণ বিকাশ লাভ করবে। সমাজের কোনো প্রভাব তার উপর থাকবে না।

iii) স্বভাব সৃষ্টি ঃ মানুষকে যথোপযুক্ত, সুদক্ষ, কার্যকর একটি যন্ত্র হিসাবে তৈরি করতে হবে। এরজন্য আধুনিক জগতের উপযুক্ত কতগুলি অভ্যাস শিক্ষার মধ্যে সৃষ্টি কে রেদিতে হবে।

iv) প্রবৃত্তির উন্নতিসাধন ঃ সুখ অথবা দুঃখ আমাদের কাজের পরিনাম। প্রবৃত্তির দ্বার পরিচালিত হয়ে মানুষ যে কাজ করে তা সুখ বা দুঃখ প্রদান করে। সুতরাং শিশু যাতে উত্তরকালে সুখী হয় তা জন্য তার প্রবৃত্তির উন্নতি সাধনই হল শিক্ষার লক্ষ্য।

B প্রকৃতিবাদী শিক্ষাদর্শন ও পাঠক্রম ঃ

প্রকৃতবাদীরা কোনো নির্দিষ্ট পাঠক্রমের পক্ষপাতী নন। প্রত্যেক শিশুরই নিজস্ব দাবী ও ক্ষমতা আছে পাঠক্রম নির্ধারণ করার। সে তার নিজস্ব প্রকৃতি ও চাহিদা অনুযায়ী পাঠক্রম ঠিক করে নেবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সে তার কাজগুলি সম্পাদন করবে। এই মত অনুযায়ী দার্শনিকরা পাঠক্রমের অংশ হিসাবে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত বিষয়ের কথা বলেছেন। যেমন — কৃষিবিজ্ঞান, উদ্যানবিজ্ঞান, প্রকৃতি পরিচয় ইত্যাদি। এখানে শিশুকে অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে, বিষয় নির্বাচনের জন্য কোনো ধরাবাঁধা পাঠক্রম বা বিষয়ের মধ্যে তাদরে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না।

C প্রকৃতিবাদী শিক্ষাদর্শন ও পদ্ধতি ঃ

রুশো শিশুর শিক্ষাপদ্ধতির সম্পর্কে বলেছেন — **"Give your scholar no varbal lessons he should be tought by experience."** অর্থাৎ শিশুকে কোনো মৌখিক শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন নেই সে তার অভিজ্ঞতা থেকে শিখবে। তারা হাতে কলমে শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিশুরা বিজ্ঞান শিখবে পরীক্ষাগারে, জ্যামিতি শিখবে খেলার মাঠে, ভূগোল শিখবে পর্যটনের মাধ্যমে, সমাজের আইন কানুন শিখবে বিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে দিয়ে। শিশুদের সক্রিয়তাকে মর্যাদা দিতে হবে যা কিছু শিখবে ক্রীড়ারচ্ছলে।

D প্রকৃতিবাদী শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষক ঃ

শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রকৃতিবাদীরা সদর্থক ভূমিকা পালনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি কেবল শিশুর বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখবেন। শিশুর আগ্রহ, চাহিদা অনুযায়ী তাদের কাজের স্বাধীনতা দেবেন। তিনি তাদের কোনো কাজে বাধা আরোপ করবেন না। শুধু শিশুর বিকাশের জন্য আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। এই প্রসঙ্গে রুশো বলেছেন —

"পূর্ণবয়স্ক মানুষ হওয়ার আগে সে একটি পবিত্র শিশু" — একথা মনে রেখে শিক্ষক কাজ করবেন।

E প্রকৃতিবাদী শিক্ষাদর্শন ও শৃঙ্খলা ঃ

আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রকৃতিবাদের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। আধুনিক শিক্ষার সংজ্ঞা নির্ণয়ে জীবনভিত্তিক কর্মমুখী উদ্দেশ্য মনস্তাত্ত্বিক পাঠক্রম ও পদ্ধতি নির্ধারণে শিক্ষকের সদর্থক ভূমিকা এবং মুক্ত শৃঙ্খলা তত্ত্বের উদ্ভাবনে প্রকৃতিবাদ এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। শিশুর শিক্ষাই স্বাধীনতা পেয়েছে তার আপস জীবন গঠনে। ব্যক্তি পূর্ণ না হলে তো পূর্ন বিকাশিত সমাজ তৈরী হয় না। তাই আজ বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে প্রকৃতিবাদী শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষাদর্শন হয়ে ওঠার দাবী রাখে।

<u>প্রকৃতিবাদী দর্শনের ত্রুটি / সীমাবদ্ধতা ঃ</u>

প্রকৃতবাদী শিক্ষা দর্শনের ত্রুটি গুলি হল;

i) শিক্ষাদানের জন্য শুধুমাত্র ভৌত প্রকৃতি যথার্থ নয়।

ii) শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শিক্ষককে কম গুরুত্বদানের কথা বলা হয়েছে এই দর্শনে।

iii) শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা দানের ধারনাটি এখানে ত্রুটি পূর্ণ।

iv) প্রকৃতিবাদ যেভাবে বই ও গণমাধ্যমগুলিকে বর্জন করার কথা বলা হয়েছে, তা সমর্থন যোগ্য নয়।

<u>মন্তব্য ঃ</u>

আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিতে যেসব পরিবর্তন এসেছে তা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতবাদী শিক্ষাদর্শনের অবদান। তাদের মতে শিশুর আগ্রহ, পছন্দ, সামর্থই শিক্ষার বিচার্য বিষয়। যেখানে শিক্ষকের প্রভূত্ব, নির্দিষ্ট পাঠক্রমের বোঝা, কৃত্রিম বিদ্যালয় পরিবেশ অথবা গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতি প্রভৃতির কোনো স্থান নেই।

তবে একথা বলতে আমরা বাধ্য যে প্রকৃতিবাদীদের কাছ থেকে কোনো সুমহান লক্ষ্য আমরা পাই না। প্রকৃতিবাদীরে মতে শিক্ষার লক্ষ্য শুধু বিনা বাধায় শিশুকে আত্মবিকাশের সুযোগ দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীকে যদি প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় তবে শীঘ্রই আগাছা ও কাঁটা জঙ্গলে পুর্ন হয়ে যাবে। তেমনি শিশুর শিক্ষা প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দেওয়া হলে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যাবে না। প্রকৃতিবাদ শিক্ষার নতুন পদ্ধতি ঠিক করে দিলেও শিক্ষার আদর্শ লক্ষ্যের দিকে কোনো আলোক পাত করা সম্ভব হয়নি। সুতরাং আদর্শবাদের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে সংশোধন প্রয়োজন। কেননা আদর্শবাদী শিক্ষার সন্তোষজনক লক্ষ্যের নির্দেশ দিতে পারে।

প্রয়োগবাদী শিক্ষাদর্শন
[Pragmatism in Education]

মানুষের জীবনের প্রেক্ষিতে জ্ঞান, মূল্যবোধ এবং তার নানা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ধ্যানধারণার পরিবর্তে শিক্ষার বিভিন্ন দিককে প্রভাবিত করেছে ও পরিবর্তনের জোয়ার এসেছে শিক্ষার তত্ত্বে ও প্রয়োগে। এ কথা সত্য যে কখনো রক্ষনশীল ভাবনা আবার কখনো অত্যন্ত নীতি এসেছে সমাজে, সংস্কৃতিতে, ভাবনার পরিমন্ডলে। আবার কখনো এই দুই বিরুদ্ধ সমন্বয়ী ভাবনার উদ্ভব হয়েছে এবং গড়ে উঠেছে প্রয়োগবাদ শিক্ষাদর্শন। প্রয়োগবাদের মূল কথা হল সত্যের আপেক্ষিকতা। একজনের নিকট যা ভালো অন্যের নিকট তা মন্দ হতে পারে, এক সমাজের জন্য যা মঙ্গলকারক, অপর সমাজের জন্য হয়ত তা অমঙ্গলকারক। এমনকী একই মানুষের বেলায় এক সময়ে যা ভাল, অপর সময়ে তা ভালো নাও হতে পারে। আবার যা যার পক্ষে ভালে তাই তার পক্ষে সত্য। অর্থাৎ প্রয়োগবাদীদের মূল কথা হল উপযোগীতা। যে অভিজ্ঞতা বা ধারনার ব্যবহারিক প্রয়োগ ভালো তাই সত্য ও তাই গ্রহন যোগ্য। প্রয়োগবাদ পরীক্ষনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। প্রয়োগবাদীদের মতে কোনো মূল্যবোধ এক জায়গার স্থির থাকে না, মূল্যবোধ সদা পরিবর্তনশীল।

গ্রীক শব্দ 'pragmatics' থেকে 'pragmatism' শব্দটির উৎপত্ত হয়েছে। যার অর্থ হল কর্মঠ ও সামর্থ। ডিউই-র মতে, মূল্যবোধ মেঘের মত অস্থায়ী, সত্য প্রতিনিয়ত সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং আধুনিক ক্ষেত্রকে প্রয়োগবাদ নানা দিক থেকে প্রভাবিত করেছে। শিক্ষায় শিশু কেন্দ্রিকতা, বৃত্তিধর্মী শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি নির্ভর পাঠচর্চা, পাঠক্রমের আধুনিকীকরন, কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রভৃতির প্রবর্তন প্রয়োগবাদের অবদান।

ডিউই বলেছেন - শিক্ষাই শিশুর লক্ষ্য, শিক্ষাপ্রক্রিয়া সবসময় পুনর্গঠিত হচ্ছে, পুনর্বিন্যাস ঘটাচ্ছে। তাই বৃদ্ধি মানে আরও বৃদ্ধি, শিক্ষার অর্থ আরও শেখা। প্রয়োগবাদী দার্শনিকগন সমন্বয় সূত্র খোঁজেন এবং শিক্ষার্থীর স্বাধীনতাকে সমর্থন করেছেন। উল্লেখযোগ্য প্রয়োগবাদী দার্শনিকগণ হলেন - উইলিয়াম জেম্‌স, কিলপ্যাট্রিক, জনডিউই প্রমুখ।

প্রয়োগবাদের সূত্র বা নীতি ঃ

প্রয়োগবাদের শিক্ষাদর্শনের মূল নীতি বা সূত্রগুলি হল —

i) প্রয়োগবাদীরা গনতন্ত্রকে বিশ্বাস করে, তাই তারা মনে করেন ব্যক্তিত্বের বিকাশ সামাজিক পরিবেশেই সম্ভব। ব্যক্তির উন্নতিতেই মানব সমাজের উন্নতি।

ii) জীবনের কোনো পুর্বনির্দিষ্ট স্থায়ীমান বা মূল্যবোধ নেই যা সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য। আজ যা সত্য কাল তা মিথ্যা বলে প্রমানিত হতে পারে। আমার কাছে যা সত্য অন্যের কাছে তা সত্য বলে মনে নাও হতে পারে।

iii) উপযোগীতা হল মূল বিচার্য বিষয়। যে কাজের উপযোগিতা আছে, যা পরিনামে শুভ তাই গ্রহন যোগ্য। জন লকের মত হল আমাদের সবকিছু জানার দরকার নেই যা আমাদের আচার আচরনের সাথে জড়িত তা জানলেই হল।

iv) পরিবেশের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের চেষ্টার ফলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। মানুষ নিষ্ক্রিয়ভাবে পরিবেশের প্রভাবকে মেনে নেয় না, প্রয়োজনবোধে তাকে পরিবর্তন করতে তারা জানে।

v) মানুষই সত্যের স্রষ্টা। শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় বলে কিছু নেই। চিরশাশ্বত সত্য, শিব, সুন্দরের ধারণা সম্পূর্ণ অবাস্তব। পরীক্ষা নিরীক্ষা ও সমস্যাসমাধানের ভিতর দিয়েই ব্যক্তি তার নিজস্ব সত্যে পৌঁছায়।

প্রয়োগবাদের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল -

A প্রয়োগবাদী শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষার লক্ষ্য ঃ

প্রয়োগবাদীরা মনে করেন লক্ষ্যের শেষ নেই, লক্ষ্যের সৃষ্টি চীর নবীন। প্রয়োগবাদী দার্শনিকরা শিক্ষার কোনো পূর্ব নির্ধারিত নির্দিষ্ট লক্ষ্যের কথা বলে না। শিক্ষার্থীরা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছাবে। শিক্ষার পরিবেশ এমন হবে যাতে তারা নিজেরাই নিত্যনতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে পারে। কোনো লক্ষ্য উপর থেকে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না। এই মূল্যবোধ শুধু ব্যক্তির প্রয়োজনের জন্য নয় সামাজিক প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে গড়ে উঠবে।

শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিশুকে পরিবেশের সাথে অভিযোজনে সমর্থ করা। অভিজ্ঞতার আলোকে সে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে এবং ভবিষ্যতজীবনের জন্য সমস্যা সমাধান করতে শেখাবে।

B প্রয়োগবাদী শিক্ষাদর্শন ও পাঠক্রম ঃ

প্রয়োগবাদীদের মতে শিশুর সামর্থ, আগ্রহ ও চাহিদা অনুযায়ী পাঠক্রম প্রস্তুত হবে। প্রয়োজনমত তাকে পরিবর্তন করে নিতে হবে। পাঠক্রম হবে পরিবর্তনশীল এবং নমনীয়। তাদের মতে কোনো সুনির্দিষ্ট পাঠক্রমের প্রয়োজন নেই। পাঠক্রমে ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ে বিভক্ত করার দরকার নেই। পাঠক্রম হবে অভগ্ন একটি একক।

প্রাথমিক পর্যায়ে পড়া, লেখা, গনিত, প্রকৃতিপাঠ, অঙ্কন, হাতের কাজ এবং পরবর্তীপর্যায়ে ভাষা, সামাজিক বিজ্ঞান, প্রকৃতি বিজ্ঞান, কৃষি এবং মেয়েদের জন্য গৃহবিজ্ঞানও থাকবে। এছাড়া কিছু শিল্প কাজ ও বৃত্তিমূলক কাজও অন্তর্ভুক্ত হবে। মোটকথা বর্তমান ও ভবিষ্যতে যা কাজে লাগবে এমন জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের বিষয়বস্তুগুলি পাঠক্রমে স্থান পাবে।

C প্রয়োগবাদী শিক্ষাদর্শন ও পদ্ধতি ঃ

শিক্ষাদর্শন ও পদ্ধতির সম্পর্কে তারা নতুন চিন্তাধারা প্রবর্তন করেছেন। তাদের মতে শিক্ষা হবে প্রত্যক্ষ কাজের মাধ্যমে। তারা কর্ম কেন্দ্রিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ব্যক্তির সক্রিয় তার মাধ্যমেই তার শিক্ষা হবে। তাই আধুনিককালে আমরা যে প্রজেক্ট পদ্ধতি বা সমস্যা পদ্ধতির কথা বলি তা প্রয়োগবাদীদের অবদান।

D প্রয়োগবাদী শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষক ঃ

প্রয়োগবাদী শিক্ষাদর্শনে শিক্ষকের কর্তব্য হবে শিশুর জন্য আদর্শ পরিবেশ রচনা করা। শিক্ষক তার স্বাধীনতায় কোনো হস্তক্ষেপ না করে তার আগ্রহ, চাহিদা ও সামর্থ অনুযায়ী তাকে কাজ করার সুযোগ দেবে। শুধু জানার থেকে হাতে নাতে কাজ করা অধিকতর শ্রেয় তাই শিক্ষক এখানে শিক্ষার্থীকে গবেষকের স্থলে বসিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবেন।

E প্রয়োগবাদী শিক্ষাদর্শন ও শৃঙ্খলা ঃ

শিশুকে তার সকল কাজে স্বাধীনতা দিতে হবে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজের মধ্যে দিয়ে তার শৃঙ্খলাবোধ আসবে। কোনোরকম কৃত্রিম শৃঙ্খলা বাইরে থেকে আরোপ করা ঠিক হবে না। কাজের মধ্যে দিয়ে সহিষ্ণুতা, আত্মসংযম, পারস্পরিক, সহযোগীতা, কর্মে উদ্যম ইত্যাদি গুন জন্মাবে এবং এর দ্বারা শিশুর চরিত্র গঠিত হবে। গনতান্ত্রিক জীবন যাত্রার মধ্যে দিয়ে শিশুর নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত হবে। তাকে মৌখিক শিক্ষা দেবার প্রয়োজন নেই।

<u>শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগবাদী দর্শনের অবদান ঃ</u>

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োদবাদী দর্শনের অবদান গুলি নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

প্রথমত ঃ প্রয়োগবাদী দর্শনে উপযোগিতা কে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যা বর্তকালের শিক্ষাবিদগন সমর্থন করেন।

দ্বিতীয়ত ঃ প্রয়োগবাদী দার্শনিকগণ সবকিছুকে নিজের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে কথা বলেছেন, যা শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

তৃতীয়ত ঃ শিক্ষাদানপদ্ধতি হিসাবে Learning by doing -র কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন করাতে হবে যাতে সে তার সমস্যা নিজেই সমাধান করতে পারে।

চতুর্থত ঃ প্রয়োদবাদী দর্শন উদ্দেশ্যমুখী সহযোগিতামূলক প্রকল্পের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শিখনকে প্রাধ্যান্য দিয়ে থাকে।

পঞ্চমত ঃ প্রয়োগবাদে আলোচনা, প্রশ্নকরন, অনুসন্ধান, পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রন রাখা ইত্যাদি দিকের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ষষ্ঠত ঃ এই দর্শন অনুযায়ী শিক্ষককে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয় বলে তাকে সর্বদা সজাগ ও সতর্ক থাকতে হয়।

সপ্তমত ঃ প্রয়োগবাদে শিক্ষার নির্দিষ্ট লক্ষ্যের কথা বলা হয় যা অবশ্যই সমর্থন যোগ্য।

প্রয়োগবাদী শিক্ষাদর্শনের ত্রুটি / সীমাবদ্ধতা ঃ

প্রয়োগবাদী শিক্ষাদর্শনের গুরুত্ব বা উপযোগীতা যেমন অনেক তেমনি একে একেবারেই ত্রুটি মুক্ত বলা যায় না। এই শিক্ষাদর্শনের ত্রুটি হল -

১। প্রয়োগবাদী দর্শন কোনো বিধিবদ্ধ নির্দেশনা দান পদ্ধতির কথা বলে না যা সমর্থনযোগ্য নয়।

২। প্রয়োগবাদীরা তাদের মতামত বা আদর্শ যেভাবে প্রয়োগ করার কথা বলেন তা অনুসরণ করে সব সময় সুফল পাওয়া যায় না।

৩। প্রয়োগবাদী দর্শনে শিক্ষকের কাছে অনেক বেশী আশা করা হয় ফলে গুটি কয়েক শিক্ষক যারা পারদর্শী ও জ্ঞান সম্পন্ন বলে চিহ্নিত তাদের উপর চাপ পরে, যা শিক্ষাক্ষেত্রে সমীচীন নয়।

৪। শিক্ষার্থী যে সব সমস্যা নির্বাচন করে তা যদি বাস্তব হয় যা বর্তমান জীবনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না থাকে তাহলে কাঙ্খিত লক্ষ্যপুরনে সম্ভব হয় না।

<u>প্রয়োগবাদের সঙ্গে ভাববাদের তুলনা ঃ</u>

প্রয়োগবাদের সঙ্গে ভাববাদের তুলনাগুলি হল ঃ

প্রথমত, সত্য পরিবর্তনশীল, মানুষ সত্যের স্রষ্টা, সত্য নিয়ত সৃষ্টি হচ্ছে বলে প্রয়োগবাদীরা মনে করেন।

ভাববাদীদের মতে সত্য শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়।

দ্বিতীয়ত, সত্য ব্যক্তির উপর ও পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল বলে প্রয়োগ বাদীরা মনে করেন।

ভাববাদীদের মতে সত্য ব্যক্তির ইচ্ছার উপর বা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করা না।

তৃতীয়ত, গঠনমূলক কাজ নিষ্ক্রিয় চিন্তার থেকে অধিকতর শ্রেয় বলে প্রয়োগবাদীরা মনে করে।

ভাববাদীদের মতে কর্মের চেয়ে চিন্তাভাবনা অধিকতর শ্রেয়।

চতুর্থত, সববিষয়ের সত্য নির্ভর করে বিষয়ের কার্যকারিতা ও পরিনামের উপর ফলাফলের স্বরূপ থেকে সত্যের স্বরূপ নির্ধারিত হয়।

ভাববাদীদের মতে সত্য সুন্দরকে কার্যকারিতার নিক্তিতে যাচাই করা যায় না। ভালো কাজ করতে গিয়ে যদি দুঃখকষ্ট আসে তাও ভালো।

মন্তব্য ঃ

প্রয়োগবাদ ব্যক্তিস্বার্থ ও সমাজ স্বার্থ উভয়কেই সমন্বিত করতে চেয়েছে। শিক্ষার জীবনমুখী, কর্মকেন্দ্রিক, সমন্বয়ী লক্ষ্য, জীবন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে জ্ঞান, শিক্ষা ও মূল্যবোধ গড়ে তোলা, সমস্যামূলক প্রকল্প ভিত্তিক পদ্ধতি, বিদ্যালয়কে আদর্শয়িত প্রতিচ্ছবি রূপে বর্ণনা করা, শিক্ষকের সদর্থক ভূমিকা, শিক্ষা পরিবেশ আজ একবিংশ শতকের প্রেক্ষাপটে প্রয়োগবাদী দর্শন অনুসারে শিক্ষায় বৃত্তিমুখীনতা, বিজ্ঞানভিত্তিক পাঠক্রম, প্রযুক্তির ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তবে একথা অনস্বীকার্য যে প্রয়োগবাদ দর্শন একটি পূর্ণাঙ্গ নতুন যুগের দর্শন যা বিভিন্ন ধারার সমন্বয় সাধন করে ব্যক্তিজীবনকে ও সমাজজীবনকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যায়। জীবনমুখী সুসমন্বিত শিক্ষা প্রক্রিয়ার সার্থক রূপকার এই প্রয়োগবাদ দর্শন।